

## ক্ষমতায় না থাকলেও অর্থ বানানো যায়, ড. ইউনুস নিজেই তার প্রমাণ

।। মাসুদা ভাট্টি

ড. ইউনুসের মুখে এমন কথাও আজ পর্যন্ত শুনি নি যে, যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের বিচার করা হোক, যারা মানসিক ও বিবেকগত দিকে বাংলাদেশ ও বাঙালিকে কলুষিত করেছে, মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে ভুলুগুটিত করেছে। এই সব গোড়ায় গলদসমূহ ঠিক না করে, নিজে ঠিক না হয়ে তিনি এখন সৎ সাজতে চাইছেন রাজনীতিবিদদের গালি দিয়ে। অথচ শুনেছেন কি কেউ কখনো এই গরিবের ব্যাংকারকে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও ব্যয় করতে? নাহ কেউ শোনে নি, শুনবেনও না কোনোদিন।

আমাদের দেশে নয়া একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। তারা প্রচলিত রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে গিয়ে একটি অরাজনৈতিক পাটফরমে দাঁড়িয়ে দেশ চালাতে চান। অবশ্য তাদের এই চাওয়াটা নতুন কিছুই নয়। পাকিস্তান আমল থেকেই স্বৈরশাসকগণ সমাজের বিভিন্ন তলা থেকে একেকজনকে ধরে এনে রাজনীতিতে বসিয়ে দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে তারা রাজনীতিক হয়েছেন। একজন স্বৈরশাসক যেমন নিজে রাজনীতিবিদ নন, তেমনই তারা যাদেরকে ধরে-বেঁধে এনেছেন তাদেরও বেশিরভাগই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার শূন্য। আর শূন্য কলসিতো সব সময়ই বাজে বেশি, তাই না?

বাংলাদেশে আজকে যারা রাজনীতি করছেন (টাকা-পয়সা দিয়ে সাংসদ হওয়া নয়) তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের দিকে লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, এদের অনেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে লড়েছেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশেও স্বৈরশাসকদের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী যে গোষ্ঠীটি এখন রাজনীতিতে রয়েছেন, তাদেরও অনেকেরই ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ঐতিহ্য রয়েছে এবং নব্বইয়ের স্বৈরশাসক জিয়া-এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। এখন এ কথাও আমাদের মানতে হবে যে, জিয়াউর রহমান কিংবা এরশাদের হাতে যে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই সেই দলগুলোতে রাজনীতিতে পূর্বাভিজ্ঞতা কিংবা জাতির সঙ্গে নানাভাবে বিশ্বাসঘাতকতাকারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে। এমনকি এসব দলে খুনি রাজাকারদেরও অংশগ্রহণ রয়েছে। আরো বড়ো কথা হচ্ছে, বাংলাদেশে রয়েছে বাম রাজনীতির একটি মহান ঐতিহ্য।

আমরা আজ হয়তো তাদের নানা ভুল-ভ্রান্তির কিংবা দল বদলের ঝলনের কারণে কিংবা

তাদের তাত্ত্বিক-বিশেষণিক চরিত্রগত কারণে জনবিচ্ছিন্নতা ঘটায় তাদেরকে হিসাবে ধরতে চাইছি না। কিন্তু তাই বলে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার তো কোনোই কারণ নেই। বরং স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজনীতিতে তাদের উজ্জ্বল ভূমিকা আমাদের জাতীয় জীবনকে অনেক ঝড়ঝাপটা থেকে রক্ষা করেছে। আর তাদের ত্যাগী ও সত্যকামী চরিত্রকে কোনোভাবেই কলুষিত করার ক্ষমতা কারোরই নেই। কারণ সেরকম কিছু পাওয়াও যাবে না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন কিছু বাম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে চিনি যারা পৃথিবীর সমস্ত লোভ-লালসাকে পেছনে রেখে, অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের জীবনকে হাসিমুখে বরণ করেছেন এবং যাপন করে চলেছেন। বাংলাদেশের সচল উর্ধ্বগামিতায় তারা যেন ম্রিয়মাণ, হারানো দিনের এক চরিত্র হয়ে আছেন। কিন্তু আমাদের অলক্ষে তারা সমাজে আছেন এবং সমাজে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা রেখে চলেছেন। এহেন ব্যক্তিদের সঙ্গে আজকের একদা বাম ও এখন মাল্টিন্যাশনালের কাছে কিংবা দেশের বড়ো বড়ো মহাজনের কাছে আত্মা ও চরিত্র উভয়ই বন্ধক রাখা, জাতির বিবেক সাজা ব্যক্তিদের কোনো তুলনাই চলে না। প্রথমোক্তরা যদি সংগ্রহ তাহলে এরা ইবলিশ কিংবা ডিমন। আর দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, ড. ইউনুসের মতো লোকেরা এই শোষণের সঙ্গে নিয়েই এখন রাজনীতিতে নামতে চাইছেন। তাও কোন রাজনীতি? পলিটিক্স উইদাউট পলিটিশিয়ান।

এখন প্রশ্ন হলো, ড. ইউনুস এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা হঠাৎ করে কেন এতো ক্ষেপে গেলেন রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে? বাংলাদেশের বর্তমান সিনারিওতে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন মাত্র কিছুদিন হলো, তাই না? গ্রামীণ ব্যাংক, যাতে এরশাদের বড়ো ধরনের ভূমিকা রয়েছে এবং কোনো রাজনৈতিক সরকারই তার এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেনি বরং বলতে গেলে সহায়তাই করেছে। তাহলে তিনি ক্ষেপলেন কেন রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে? এর পেছনে একটা মাজেজা নিশ্চয়ই আছে। পৃথিবীতে কারণ ছাড়া কোনো কিছুই ঘটে না, ড. ইউনুসেরও এই বক্তব্যাদির পেছনে এক বা একাধিক কারণ রয়েছে নির্ঘাত। প্রথম ও প্রধান কারণ হতে পারে, এতোদিন তিনি ছিলেন কৃষক-অর্থনীতিবিদদের একটি ব্যাংকের মালিক। এখন তিনি নোবেল বিজয়ী (যদিও তাকে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ বলা হয়ে থাকে, আসলে তিনিতো অর্থনীতিতে পাননি পেয়েছেন শান্তিপুর জন্য, তাই বোধ করি বাক্যটা এমন হবে, শান্তিপুরে নোবেল বিজয়ী ব্যাংকার, কারণ অর্থনীতিতে তার অবদান সেই অর্থে স্বীকৃত নয়; তার সমর্থকগোষ্ঠী কিন্তু তাকে গরিবের ব্যাংকারই বলে আনন্দে লাফালাফি করে থাকেন)!

জানি না, বাংলাদেশে কোন শান্তিপুরটা তিনি এনেছেন? এখন বাংলাদেশের যেকোনো গ্রামে গেলেই দেখতে পাবেন, প্রতিদিন সকালে প্রতিটি পাড়ায় যেকোনো একটি বাড়ির উঠানে একটি চেয়ার পেতে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। যিনি বসে আছেন, তিনি ওই এলাকার

কোনো লোক নন, তিনি এসেছেন অন্য জেলা থেকে, যাতে তাকে সংশ্লিষ্ট গ্রামের কেউ পরিচয় কিংবা আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বশ করতে না পারে। যাহোক ওই ব্যক্তি শুধু গ্রামীণ ব্যাংকের নন, উনি আশা, ব্র্যাক কিংবা অন্য যেকোনো ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের হতে পারেন। গ্রামের গরিব গৃহস্থ ঋণ নিয়েছিলেন, ঋণ নিয়েই ছেলেমেয়েদের ভালোমন্দ কিছুদিন খাইয়েছেন, হয়তো কাপড়-চোপড়ও কিনেছেন কিংবা অন্য যেভাবেই হোক খরচ হয়ে গেছে। হয়তো একটি গর"ও কিনেছিলেন কিন" গর"র বাচ্চা দিতে, দুধ হতে তো তখনো ঢের দেরি, কিন" তাতে তো ঋণের কিস্তি দেওয়া পেছাবে না। অতএব প্রতিদিন সকালে ঘুম ভেঙে প্রথমে সেই পাওনাদারকে চেয়ার পেতে ঘরের উঠোনে দেখতে পাওয়ার শালিঙ্ক কিন" ড. ইউনুস বাঙালিকে সত্যিই দিয়েছেন, এতে কোনো ভুল নেই। আসলে 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হলো তার গর" কিনে'-র অবস্থা আর কি।

এও না হয় মেনে নেওয়া গেলো, কিন" ড. ইউনুস রাজনীতিবিদদের ওপর ক্ষেপলেন কেন? বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নের সূচক এখানে ওঠানামা করে যখন যেভাবে দরকার সেভাবে, অর্থাৎ সূচককে যেভাবে বর্ণনা করা দরকার সেভাবেই বর্ণনা করা যায়। তারপরও যে দেশটি এগোয়নি, এ কথা বাংলাদেশের প্রধান শত্রু"ও বলবে না। কিন" এই এগোনো মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই হয়েছে। মেনে নিচ্ছি, এতে রাজনীতিবিদদের কোনোই হাত নেই। হাত না থাকারও কারণ রয়েছে। ৩৫ বছর বয়সী দেশটাতে প্রকৃত রাজনীতিবিদদের শাসন ছিল মাত্র ১০ বছরেরও কম। এ কথা ড. ইউনুস হয়তো স্বীকার করবেন না কিন" বাংলাদেশ কিংবা বিশ্বের অন্য অনেক অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেছেন যে, রাজনীতিবিদদের শাসনামলে অর্থাৎ বাংলাদেশে যতোক্ষণ প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ছিল তখন দেশটির অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। কিন" এই উন্নতি ব্যাহত হয়েছে সামরিক, আধাসামরিক ও সামরিক ছাউনিজাত রাজনৈতিক দলগুলোর অরাজনৈতিক নেতৃত্বের শাসনামলে। যে কেউ চাইলে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণাগুলো পড়ে দেখতে পারেন। আবার বাংলাদেশবিরোধী এমন অনেকেই আছেন যারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতাপন্থীদের হেয় করার জন্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এমন সব সংবাদ পরিবেশন করেছেন যা পড়লে যেকোনো সুস্থ বিবেকেরই বিবমিষা হবে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। '৭৪-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শাসনামলে বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বিদেশী পত্রপত্রিকায় আতিকুল আলমের মতো সাংবাদিকরা এমন কথাও বলেছিলেন যে, বাংলাদেশকে বিদেশ থেকে যে বিশাল খাদ্য সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তা নাকি গাজী গোলাম রসুলের (বাংলাদেশে রেডক্রসের তৎকালীন প্রধান) গর"তে খেয়ে ফেলেছে। ভেবে দেখুন, বিরোধিতা কতোটা নির্মম ও নির্ভর হলে লাখ লাখ টন গম গর" দিয়ে খাইয়ে ফেলা যায়! আমার ধারণা বাংলাদেশকে নিয়ে আবার সেরকম একটি ষড়যন্ত্র চলছে, তখন যেমন বাসন্তীকে জাল পরিয়ে ছবি তুলিয়ে সেই ছবি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ছড়িয়েছিলেন আতিকুল আলমরা তেমনই এখনো বাংলাদেশে

অনেক আতিকুল আলম তৈরি হয়েছেন, যারা ড. ইউনুসকে শিখণ্ডি রেখে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কলহকে 'ব্যাটল অব টু বেগমস' বা দুই রমণীর যুদ্ধ প্রমাণ করে অরাজনৈতিক গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা রেখে নিজেরা ক্ষমতা পরিচালনার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ড. ইউনুস ও তার তল্লিবাহকদের রাজনীতিক বিদ্বেষের মূল কারণটি এটাই, আর কিছুই নয়।

আমাদের এই নোবেল বিজয়ীর মুখ থেকে এখনো পর্যন্ত একবারও শুনি নি যে, দেশের জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে, তাহলে রাজনীতিও সচেতন ও শিক্ষিতের হাতে পড়ে শিক্ষিত হয়ে উঠবে। কই তিনি তো একটি গ্রামীণ স্কুলও খোলেননি, খুলেছেন কি? না খোলেননি, খোলেননি কারণ স্কুলে পড়লে, একটু সচেতন হলে তো তার সুদের কারবার বন্ধ হয়ে যাবে।

সেকালের মহাজনরাও গ্রামের কাউকে সচেতন হতে দিতেন না, শিক্ষিত হলেই তাকে শেচ্ছ কিংবা জাত খোয়ানোর দোষে গ্রামছাড়া করতেন। এখনি পাকিস্তানে যে ফিউডাল বা সামন্ততান্ত্রিক জমিদাররা ক্ষমতায় আছেন তারা সেখানে গ্রামের পর গ্রাম তাদের জমিদারীর আওতায় রেখে সেখানে কোনো স্কুল কিংবা এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেন না। কারণ তাতে এই সব গ্রামবাসীরা সচেতন হয়ে যাবে এবং তাদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করবে। নোবেল বিজয়ের পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ড. ইউনুস যে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ যাতে বাংলাদেশে আর তৈরি না হয়, ড. ইউনুস কি তার ক্ষেত্র তৈরি করছেন বাংলাদেশের রাজনীতিকে একটি অরাজনৈতিক সিভিকিটের হাতে তুলে দেওয়ার পথ করে দিয়ে? এই অরাজনৈতিক সিভিকিটের কাজকর্ম অনেকটা ওই হাওয়া ভবনের নেতৃত্বে কাঁচাবাজার, বৈদ্যুতিক খাম্বা কিংবা বিভিন্ন ফেরিঘাট বা ব্রিজ ইজারা লেনেওয়ালা সিভিকিটের মতোই কাজ করে যাচ্ছে, পার্থক্য হচ্ছে শেযোক্তরা মাইক্রো লেভেলে আর প্রথমজোরা ম্যাক্রো লেভেলে। বোধকরি, ড. ইউনুস আর মাইক্রোতে বিশ্বাস করছেন না, এবার তিনি ম্যাক্রো লেভেলের খেলোয়াড় হিসেবেই গোল দিতে চাইছেন।

আমাদের রাজনৈতিক দলসমূহ পচে গেছে, রাজনীতিবিদরা নষ্ট হয়ে গেছেন, তারা স্বার্থের জন্য আদর্শহীন রাজনীতি করেন— সব সত্যি কথা। একেবারে সল্ল' পিটার কিংবা সল্ল' পলের মুখের কথা। কিল্ল' এ কথা যখন একজন মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, তখন কেমন শোনায়? তখন মনে হয়, এদের কারণেই রাজনীতি ও রাজনীতিবিদ উভয়েই পচে গেছে এবং এদের কাছে নিজেদের বিক্রি করেই রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থ হাসিল করে থাকেন। প্রিয় পাঠক কী বলেন? রাজনীতিবিদরাও যেমন জনগণেরই অংশ, তেমনই ড. ইউনুসের মতো ব্যবসায়ীরাও জনগণেরই অংশ, এমনকি সরকারি কর্মচারীরাও জনগণের ভেতর থেকেই আসেন। এরা কেউই এলিয়েন নয় কিংবা এদের কারোরই হাত-পা পাঁচটি নয়। তার মানে, ঘুষ দেওয়া, ঘুষ নেওয়া, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কলুষিত করা বা না করা সবকিছু নির্ভর করছে জনগণেরই ওপর। আমরা এখনো পর্যন্ত ড. ইউনুসের নেতৃত্বে এমন কোনো

মিছিল কিংবা সমাবেশ দেখিনি যেখানে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এমন কিছু মানুষের— যারা বলছেন, না আর ঘুষ দেবো না, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রকে কলুষিত করবো না। অথবা ড. ইউনুসের মুখে এমন কথাও আজ পর্যন্ত শুনি নি যে, যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের বিচার করা হোক, যারা মানসিক ও বিবেকগত দিকে বাংলাদেশ ও বাঙালিকে কলুষিত করেছে, মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে ভুলুপ্তিত করেছে। এই সব গোড়ায় গলদসমূহ ঠিক না করে, নিজে ঠিক না হয়ে তিনি এখন সৎ সাজতে চাইছেন রাজনীতিবিদদের গালি দিয়ে। অথচ শুনেছেন কি কেউ কখনো এই গরিবের ব্যাংকারকে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও ব্যয় করতে? নাহ কেউ শোনে নি, শুনবেনও না কোনোদিন।

দুঃখজনক সত্যি হচ্ছে, এই সত্যের চেহারা সফেদ নয়, তার। এ কথা হয়তো বিদেশীরা বুঝতে পারেনি, বাঙালি ঠিকই বুঝেছে।

লন্ডন।। ২০ জানুয়ারি, ২০০৭

মাসুদা ভাট্টি : প্রবাসী লেখক।